ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড

"আর্থিক সেক্টরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে করণীয়" কিছু সুপারিশ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকার কর্তৃক বছরের একটি দিনকে জাতীয় শুদ্ধাচার দিবস ঘোষনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, মন্ত্রীসভা বৈঠকে 'শুদ্ধাচার কৌশলপত্র' চুড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া দিনটি (১৮ অক্টোবর) জাতীয় শুদ্ধাচার দিবস হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। দেশব্যাপী সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহনে শোভাযাত্রা, র‍্যালি, সভা, সেমিনার ইত্যাদি সহ দিনটিকে বিশেষ মর্যাদায় উৎযাপন করা যেতে পারে। এতে শুদ্ধাচার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়। এ ব্যপারে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টিকে প্রস্তাবনা আকারে রাখতে পারেন।

২. বর্তমানে দেশে প্রচলিত সকল ব্যাংক নোটে ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধাচার হতে সংকলিত ছড়া অথবা শুদ্ধাচার বিষয়ে বিভিন্ন বাণী সন্নিবেশ করা যেতে পারে ।

৩. আর্থিক সেক্টরে চাকুরী প্রার্থী/ প্রাপ্ত নতুন কর্মকর্তা- কর্মচারীদের তথ্য যাচাই এর নিমিত্তে পুলিশ ভেরিফিকেশন খুব জরুরী। এ ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে দ্রুত সহায়তা পেতে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সুপারিশ করতে পারেন।

৪. সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অংশগ্রহনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলগুলোতে নিয়মিত ভাবে শুদ্ধাচার নিয়ে আলোচনা সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। এ ব্যপারে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন।

৫. শুদ্ধাচার চর্চার প্রাথমিক ক্ষেত্র হলো পরিবার ও শিক্ষাকেন্দ্র। তাই জাতীয় শিক্ষা ব্যাবস্থার অধীনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্য়ায়ের শিক্ষা কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তকে সরকার কর্তৃক প্রণীত 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট এ ব্যাপারে প্রস্তাবনা রাখতে পারেন।

৬. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক, টুইটার, ইত্যাদি) গুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রচারনা কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে ।

৭. সকল ব্যাংকের চেকবই এর পাতাগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক 'ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধাচার' হতে সংকলিত ছড়া অথবা শুদ্ধাচার বিষয়ে বিভিন্ন বাণী সন্নিবেশ করা যেতে পারে ।